গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা এর অন্তর্ভুক্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অংশীজন সভা'র কার্যবিবরণী :

সভাপতি	:	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	১৫ মার্চ ২০২০
সময়	:	বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
স্থান	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অংশীজন সভায় আগত উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। অতঃপর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক এ বিভাগের বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও উপসচিব জানান জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা নৈতিকতা কমিটি গঠন করে জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদের এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লেখিত মেয়াদে শুদ্ধাচার অগ্রগতির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের NIS বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রমের বিপরীতে মোট ৯৫.৫০ নম্বর পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার বিপরীতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্জিত গড় নম্বর ছিল ৮২.৪৩।

১.২ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মহোদয়কে আহবায়ক করে অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধান এবং এ বিভাগের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার উর্দ্ধের সকল কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। নৈতিকতা কমিটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্ধারিত নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি অনুসরণে এ বিভাগ ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা নিয়মিত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হার ৯৮%। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৯১.২৫%।

১.৩ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান; উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ; সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজন (stakeholders) সভা; সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও অধীনস্ত সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা; সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা-২০১৮, সরকারি কর্মচারি আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা-১৯৭৯ ও বিভিন্ন প্রকার ছুটি সম্পর্কিত বিষয়, নৈতিকতা ও অফিস শিষ্টাচার, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সুশাসন এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন; Highway Act (সংশোধন) ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ; বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন-২০১৯ সংসদে প্রেরণ; স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ; নিয়মিত গণশুনানী অনুষ্ঠান ইত্যাদি। ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য এ বিভাগের ০৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

১.৪ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নৈতিকতা কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক বাস্তবায়ন কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। NIS ২০১৯-২০২০ কর্ম-পরিকল্পনায় চলতি তৃতীয় প্রান্তিকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজন (stakeholders) সভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনার আলোকে বিগত বছরের অনুরূপ এ সভাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৮/১২/২০১৮ তারিখে অংশীজন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অংশীজন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার সন্তোষজনক।

চলমান পাতা-২

১.৫ সভাপতি এ পর্যায়ে বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের আহবান জানান। বিগত সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা হয়। অতপর সভায় উপস্থিত অংশীজনদের বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলে নিম্নোক্ত বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

২. আলোচনা :

২.১ বিগত অংশীজন সভায় বিআরটিএ'র লোকবল বৃদ্ধির বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএ'র বক্তব্য আহবান করেন। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ সভাকে অবহিত করেন যে, লোকবল বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উপপরিচালক (প্রশাসন)-কে বিষয়টি তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

২.২ 'সাংগঠনিক সম্পাদক, নিরাপদ সড়ক চাই' এর প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, এখানো চলন্ত অবস্থায় বিআরটিসি বাসের দরজা বন্ধ করা হচ্ছেনা। যত্রতত্র লোক উঠানো হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যত্রতত্র যাত্রী না উঠানো এবং চলন্ত অবস্থায় বাসের দরজা বন্ধ রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যারা নির্দেশনা মেনে চলছেন না তাদের শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে। বিষয়টির তদারকি নিশ্চিত করার জন্য তিনি শীঘ্রই একটি Monitoring cell গঠন করবেন মর্মে জানান। সভাপতি এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি-কে তদারকি বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৩ উপসচিব, সেতু বিভাগ সভায় উল্লেখ করেন যে, বেসরকারী সব কোম্পানীর একতলা বাসের পরিবর্তে দ্বিতল বাস চালু করা যায় কীনা। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি বলেন সবসময় দ্বিতল বাস চালানো লাভজনক হয়না। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, বিদ্যমান আইন বিধিতে বেসরকারি বাস কোম্পানিগুলোকে দ্বিতল বাস চালুতে বাধ্য করার সুযোগ নেই।

২.৪ যুগ্ম প্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভায় উল্লেখ করেন যে, গবেষণা, সমীক্ষার জন্য নিজস্ব/স্থায়ী কর্মকর্তা/গবেষক প্রয়োজন। National Transport Research Institute করা যায় কীনা ভেবে দেখার প্রস্তাব করেন।

২.৫ সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতি সভায় উল্লেখ করেন যে, সড়ক গবেষণাগারে সীমিত পরিসরে গবেষণা সমীক্ষা হয়। সড়ক পরিবহন সম্পর্কিত বিষয়ে সুবিধাজনক সময়ে একটি সেমিনার আয়োজনের পরিকল্পনা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের নিকট হতে ৭০টির মত গবেষণাপত্র জমা পড়েছে।

২.৬ অতিরিক্ত ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ সভায় উল্লেখ করেন যে, উত্তরবঙ্গের সাথে রাজধানীর চলাচলের জন্য সেতুগুলো মেরামত প্রয়োজন। হাটিকুমরুল এলাকায় ঈদের সময় দুই লেনের রাস্তায় ডিভাইডার দেয়ার ফলে যানজটসহ অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, ধোপাকান্দি ব্রীজের পাশে একটি নতুন ব্রীজ নির্মাণ করা হচ্ছে। নলকা সেতুর ফুটপাত ভেঙ্গে প্রশস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি কারিগরিভাবে উপযুক্ত না হওয়ায় তা করা হয়নি। তবে নলকা ব্রীজের পাশে প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন একটি ব্রীজ নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন আছে। ঐ এলাকায় প্রধান প্রকৌশলী, সওজ এবং কারিগরী দল সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। বিদ্যামন সড়কে সুবিধা বাড়ানো যায় কীনা, সে বিষয়ে মতামত দিবেন। ট্রাফিক ডাইভারশনের সুযোগ আছে কীনা, সেটা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

২.৭ অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভায় উল্লেখ করেন যে, হাটিকুমরুল মহাসড়কাংশে উন্নয়ন কাজের গতি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২.৮ সিনিয়র নির্বাহী পরিচালক, সিএনএস লিঃ সভায় উল্লেখ করেন যে, মেঘনা ঘাট হতে সোনারগাঁ পর্যন্ত সড়কে ব্যাটারী চালিত রিক্সা-ভ্যান উল্টা দিক থেকে চলাচল করে যানজট সৃষ্টি করছে। এটি বন্ধ করা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, এ অংশে সড়ক প্রশস্তকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। ঢাকা থেকে সোনারগাঁও পর্যন্ত এ অবস্থার উন্নতি করা যায় কীনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

২.৯ নীলিমা আখতার, অতিরিক্ত সচিব সভায় উল্লেখ করেন যে, মহিলা যাত্রীদের সাথে বাসের চালক ও হেলপারগণ সবসময় ভাল আচরণ করেন না, তাই চালক হেলপারদের সু-আচরণের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে।

সভাপতি এ পর্যায়ে জানান, চালকের ছবিসহ ড্রাইভার লাইসেন্স নম্বর গাড়ীর নম্বর গাড়ীর ভিতরে থাকতে হবে। প্রয়োজনে ৯৯৯ এর ডায়াল করার বিষয় উল্লেখ থাকবে। বিষয়গুলো গাড়ীর ফিটনেস দেয়ার সময় পরীক্ষা করার নির্দেশনা আছে। তা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।

চলমান পাতা-৩

২.১০ সওজ ঠিকাদার সমিতি সভায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমান পিপিআর অনুযায়ী পয়েন্টের ভিত্তি দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া যথাযথ নয়। ফলে মুষ্টিমেয় ঠিকাদার কাজ পাচ্ছে। মূল্যায়ন পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। বিষয়টি পুনঃবিবেচনা প্রয়োজন। এ বিষয়ে CPTU এর উদ্যোগ যথাযথ নয়। সওজ এর সংস্কার/উন্নয়ন কাজে Defect Liability ৩ বছর আছে যা কমানো প্রয়োজন। মহাসড়কের পাশে বিদ্যুৎ বিভাগের খুটি স্থাপনকালে অনুমতি নেওয়া হয় না। তবে অপসারণকালে ক্ষতিপূরণসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এতে ঠিকাদারগণ যথাসময়ে উন্নয়ন বা সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করতে পারেন না। অনেকক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ ব্যতিত প্রকল্প নেয়া হয়। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা সৃষ্টি হয়। জমি অধিগ্রহণ ব্যতিত টেন্ডার আহবান করা ঠিক না। প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটি দেখা যায়। ফলে ঠিকাদারগণ যথাসময়ে কাজ শেষ করতে পারে না।

এক্ষেত্রে সভাপতি বলেন, দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায়ে অবহিত করা হয়েছে। ঠিকাদার সমিতিও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ে অনুরোধ জানাতে পারে। সড়কের কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে Defect Liability Period নির্ধারণ করা হয়েছে। ওভারলোড নিয়ে ব্রিজ ক্ষতিগ্রস্থ করলে গাড়ীসহ মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়। সওজ হতে হাইওয়ে এ্যাক্ট অনুযায়ী মামলার উদ্যোগ নেয়া যায়।

২.১১ মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার, যুগ্ম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে বিদেশ প্রত্যাগতদের বিমান বন্দর হতে আশকোনা হজ ক্যাম্পে পরিবহনের জন্য বিআরটিসি বাস দেয়ায় প্রশংসিত হয়েছে।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয় :

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(ক)	বিআরটিএ'র লোকবল বৃদ্ধির উদ্যোগ ত্বরান্বিত করতে হবে;	বিআরটিএ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
(খ)	রাস্তার মধ্যে যাত্রী উঠানো-নামানো বন্ধের কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। বিআরটিসিকে Monitoring cell গঠন করে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে;	বিআরটিএ, বিআরটিসি
(গ)	হাটিকুমরুল এলাকায় ঈদের সময় ট্রাফিক ডাইভারশনের সুযোগ আছে কীনা, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ এবং কারিগরি দল পরিদর্শন করে বিদ্যমান সড়কে সুবিধা বাড়ানো যায় কীনা, সে বিষয়ে মতামত দিবেন;	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
(ঘ)	ঢাকা থেকে সোনারগাঁও পর্যন্ত ব্যাটারী চালিত রিক্সা-ভ্যান চলাচল বন্ধের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে;	বিআরটিএ
(ঙ)	মহিলা যাত্রীদের সাথে বাসের চালক ও হেলপারদের সু-আচরণ বিষয়টি প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত করে কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;	বিআরটিএ, বিআরটিসি
(চ)	সড়ক পরিবহন, নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সওজ কর্তৃক উপযুক্ত সময়ে সেমিনার আয়োজন করা নিশ্চিত করতে হবে;	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
(ছ)	গাড়ীর ফিটনেস প্রদানের সময় চালকের ছবিসহ ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর, গাড়ীর নম্বর এবং জরুরী সেবা হটলাইন নম্বর ৯৯৯ গাড়ীর ভিতরে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	বিআরটিএ

০৪। সভাপতি সমাপনী ভাষণে বলেন, আমাদের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় আজকের অংশীজন সভার আয়োজনে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। সকলের মতামত আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়ক হবে। সভাপতি উপস্থিত সকলকে আবারো আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৫/৩/২০
মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০১৫.০৬.০২৫.২০-১৯৬

তারিখ : ১১ চৈত্র, ১৪২৬ / ২৫ মার্চ, ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মহা পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা
০২। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩। সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, বনানী ঢাকা
০৪। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৫। পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্স, মিন্টু রোড, রমনা, ঢাকা
০৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৭। অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৮। নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা
০৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), এলেনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা
১০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
১১। অতিরিক্ত আইজি, হাইওয়ে পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
১৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ নগর ভবন, ঢাকা
১৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, গুলশান-২, ঢাকা
১৫। পরিচালক, এ্যাক্সিডেন্ট রিসার্স ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা
১৬। যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্ম প্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৭। উপসচিব (বাজেট/অডিট/সওজ গেজেটেড সংস্থাপন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৮। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএমআরটিডিপি), প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
১৯। প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর), বাড়ী-৪, সড়ক-২১, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
২০। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, সওজ অধিদপ্তর/ডিএমটিসিএল/বিআরটিএ/ডিটিসিএ/বিআরটিসি
২১। সৈয়দ আবুল মকসুদ, আজিজ এপার্টমেন্ট, বাসা নং- ২৫, ফ্ল্যাট নং- ৫/ডি, রোড নং-৩২, ধানমন্ডি, ঢাকা
২২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
২৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
২৪। জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ৭০, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
২৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২৭। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি, সড়ক ভবন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
০২। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

২৫/৩/২০২০

দীপঙ্কর মন্ডল
উপসচিব
ফোন : ৯৫১৪০৭৫
E-mail: dsmaintenance@rthd.gov.bd